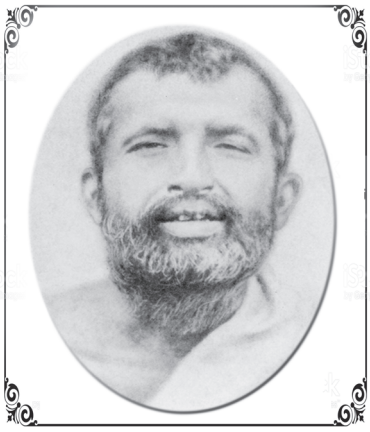

অনন্যসুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

মানুষ মূল্য-সচেতন বা value conscious। কোনও একটি ঘটনা বা বস্তুকে সে শুধু তথ্যের দিক দিয়ে বা বহিরঙ্গের দিক দিয়ে বিচার করে না, তার মান বা মূল্য, অর্থাৎ সেটি ভাল না মন্দ, সুন্দর না অসুন্দর, যৌক্তিক বা অযৌক্তিক, এ-সম্বন্ধেও তার মতামত থাকে। অবশ্যই এ-বিচার ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কোনও দেশকালের প্রেক্ষিতে তার মূল্য নিরূপিত হয়ে থাকে। আমার কাছে যা সুন্দর অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে এমন কতকগুলি বিষয় বা বস্তু আছে যা দেশ, কাল, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি-নিরপেক্ষভাবেই ভাল বা সুন্দর। স্বকীয় উৎকর্ষের জন্যই তা সকল দেশে, সকল কালে সুন্দর, আদরণীয়। যা সুন্দর তা-ই আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম। যেমন গন্ধে বর্ণে উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত গোলাপ, সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ, ঝরনার স্বতঃস্ফূর্ত জলোচ্ছ্বাস, একটি মহান উদার মানবচরিত্র। কবি John Keats-এর উক্তি : ‘‘A thing of beauty is a joy forever’’—কী সংকীর্ণ অর্থে, কী ব্যাপক অর্থে।

স্থূল শরীরের যেমন একটি রূপ থাকে, সৌন্দর্য-মাধুর্য থাকে, মানুষের আন্তরসত্তা বা চরিত্রেরও তেমনই একটি সৌন্দর্য থাকে, যা থেকে মাধুর্য বিকীর্ণ হয়। আর সেটিই প্রকৃতপক্ষে তাকে প্রকৃত সুন্দর, বরণীয় করে, আনন্দময় করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রমাধুর্যও তেমনি সকলের কাছে একটি সর্বকালীন আনন্দের উৎসস্বরূপ।

সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের (আজ পর্যন্ত) যে-কোনও স্তরের মানুষ—পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্ত-অভক্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই অপূর্ব মানুষটির সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছেন, আনন্দ লাভ করেছেন। আমার দৃষ্টিতে তিনি যেমন, অন্যের দৃষ্টিতেও তেমন। তাঁর সম্বন্ধে একটি সাধারণ ও সর্বজনীন ধারণা এই, তিনি এক পরম সুন্দর, পরমানন্দময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের এমন একটি ঘটনাও নেই যা আমাদের অন্তরকে সাময়িকভাবেও পীড়িত করেছে, তাঁর দিব্যজীবন সম্বন্ধে কিছুমাত্রও সংশয়ান্বিত করেছে। একটি ঋজু, সবল, সরল, উদার চরিত্র। ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত, করুণায় উদ্বেল, রসালাপে মধুর, আচরণে ও কথায় কঠোর সত্যানুবর্তী, ত্যাগে বৈরাগ্যে সমুজ্জ্বল—একটি মহান পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিনটি স্তরের মধ্যে ভারসাম্যই তাঁর জীবনকে এই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য দান

করেছে। সামঞ্জস্যের অভাবেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়, কী প্রাকৃতিক, কী মানসিক জগতে। সাধারণ মানুষের শরীর, মন ও আত্মায় এমন সংগতি দেখা যায় না।

মানুষ আত্মসচেতন প্রাণী। কিন্তু আপামর জনগণের ক্ষেত্রে এটি কথার কথা মাত্র। মানবাত্মার স্বরূপ—সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ সম্বন্ধে সে অবহিত নয়। আত্মার সত্য তার একত্ব ও সর্বজনীনত্বে। এই সত্য সে উপলব্ধি করতে পারে না, তার মন ও শরীর আত্মানুগ নয় বলে। আর তার জন্যই জীবনে ছন্দঃপতন ঘটে, একটানা আনন্দের আস্বাদন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তাঁর ঈশ্বরানুরক্তি শুধু তাঁর মনকে নয়, তাঁর শরীরকেও সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছে। তাই তিনি মনে যা ত্যাগ করেছেন, শরীরও তা গ্রহণে অক্ষম হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিছানার নিচে একটি ধাতুমুদ্রা রেখে দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় বসেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে পড়লেন, এবং নরেন্দ্রনাথই এই পরীক্ষা করছেন বুঝেও তাঁর প্রতি একটিও তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করলেন না।

এখানে দুটি বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে : এক, মন ও শরীরের একই সুরে প্রতিক্রিয়া, আর দুই, এই সাম্যভাব থেকেই এক স্থায়ী প্রশান্তি, যা তাঁকে গুরু হয়েও শিষ্যের অনুচিত কাজের বিরুদ্ধে একটুও বিচলিত করেনি। এর পিছনে একটুও সচেতন প্রয়াস তাঁর ছিল না; ছিল তীব্র আত্মিক অনুভূতি, যাকে 'one pointed devotion' বলা যায়। আত্মা তার আপন সুরে শরীর ও মনকে বেঁধে নিয়েছিল বলেই তা থেকে অন্য কোনও বেসুর বের হতে পারেনি। আমরা যখনই এই অপূর্ব দিব্যজীবনের সান্নিধ্য লাভ করি চিন্তায় ও মননে, তখনই এই মধুর সুরটি আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় ও তৃপ্ত করে, প্রাণে শান্তি দান করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশান্ত, সহাস্য মুখমণ্ডল, বেশবাসের বাহুল্যবর্জিত সহজ বসার ভঙ্গিটি (যা ছবিতে দেখি), তাঁর সরস কথোপকথন সহজ গল্পের মাধ্যমে লোকায়ত উপমা সহযোগে, দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা (যা কথামৃতে পড়ি) আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। অনাড়ম্বর সহজের মধ্যে সরলতার মধ্যেই সৌন্দর্য থাকে। যা কৃত্রিম তা অসুন্দর। মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাষায় 'এই সুন্দর মজার মানুষটি'-র আকর্ষণেই ছুটে এসেছিলেন তৎকালীন সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা। তাঁর মধ্যে তাঁরা একটি পরিপূর্ণতার আনন্দ অনুভব করতেন, পেতেন একটি পবিত্র জীবনের দুর্লভ স্পর্শ।

যেসব গুণ মানুষের আত্মিক বা আত্মজাত, যেমন সর্বভূতে নিষ্কাম প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা, দয়া, ক্ষমা—যেগুলিকে সংসারের নানান জটিলতা, স্বার্থের আবিলতার মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না অথচ তারই আস্বাদনের জন্য মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়—সেই অদৃষ্টপূর্ব দিব্যগুণগুলিকে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে মূর্ত দেখতেন এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে আনন্দ উপভোগ করতেন। আরও বিস্মিত হতেন এই দেখে, এ-মানুষটির মধ্যে ঈশ্বরসত্তা ও মানবসত্তার এক অপূর্ব একীকরণ; যে-মন সদাই ভগবন্মুখী, জড়জগতের সীমা অতিক্রম করে সদা চিদাকাশে ভাসমান, সেই মনই লৌকিক বিষয়ে কেমন সচেতন, কেমন সুষ্ঠুভাবে ব্যাবহারিক জগতকে পারমার্থিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। তাই শ্রীসারদা দেবীকে তিনি শুধু অধ্যাত্মতত্ত্বই শিক্ষা দেননি, সংসারে আচরণীয় সকল কর্তব্যের প্রতিও সমানভাবে সজাগ থাকতে বলেছেন। শ্রীশ্রীমা জানিয়েছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কোনও অবস্থাতেই নিরানন্দ দেখেননি। তাঁর কঠিন ব্যাধিযন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীর দেখেও হরিনাথ (পরবর্তী

কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলেছিলেন, ''আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে হেসে বলেছিলেন, ''শালা ধরে ফেলেছে রে।''

ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর জীবনে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'Love personified'—প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। প্রেমের মতো সুন্দর বস্তু আর জগতে নেই। নিঃস্বার্থ ভালবাসাই মানবচরিত্রকে মহান ও বিশ্বজনীন করে তোলে। যা মহান তাই সুন্দর। পূর্ণতার লক্ষণই এই সর্বভূতে ভালবাসা, এই স্বার্থগন্ধহীন প্রেম। যে-মানুষ যত পূর্ণ, তার ভালবাসাও তত ব্যাপক ও গভীর। তার কাছে হেয় কেউ নয়, ত্যাজ্যও কেউ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ হীনচরিত্র স্ত্রীলোকের মধ্যেও জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকে মাতৃসম্বোধন করেছেন। প্রেমের দৃষ্টিই সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে, সকলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে প্রাণিত করে।

শিষ্যসেবকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, স্নেহ, যত্নাদি তাঁর কাছে বন্ধনের কারণ হবে, এমন মনোভাব কেউ ব্যক্ত করলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেন, স্বয়ং মা কালী তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি ওদের নারায়ণরূপে দেখেন, তাই জাগতিক বন্ধনের ভয় নেই। নরকে নারায়ণরূপে দেখলে আর প্রেম মায়িক বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবৎপ্রেমই মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসার প্রেরণা ও শিক্ষা দেয়। প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি কখনও সম্ভব নয়। শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগই সর্ববিধ ক্ষুদ্র মলিন স্বার্থত্যাগে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অপরদিকে সাংসারিক বস্তুর প্রতি অধিক আসক্তিই মানবচিত্তকে তার দিব্য গুণগুলি থেকে—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য থেকে বিচ্যুত করে, তাকে লোভী, প্রমত্ত, অসুন্দর করে তোলে। তাকে নিত্যানন্দ থেকে নিরানন্দে নিক্ষেপ করে। আমরা আমাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার ভুলে যাই। এই বিস্মৃতিই সকল দুঃখের জনক।

আত্মবিস্মৃত আমাদের প্রতি তাই রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ—তোমাদের চৈতন্য হোক। আত্মচৈতন্য লাভ হলে আর কিছুই চাইবার থাকে না—''যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'' (গীতা ৬।২২)। তখনই মানুষ যথার্থ অনাসক্ত ও নিঃস্বার্থ হয়। এই ত্যাগ ও অনাসক্তির পবিত্র সৌন্দর্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত।

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মতো প্রত্যেক মানুষেরও তিনটি দিক থাকে—রূপ, গুণ ও সত্তা। সত্তাই যথার্থ সত্য, যা রূপ ও গুণের মূল নিয়ামক। সত্যই সুন্দর। সেটিই প্রকাশিত হয়ে থাকে রূপ ও গুণের মধ্যে দিয়ে। এই তিনের মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয়ই—balance and harmony-ই একটি মানুষকে সর্বতোভাবে সুন্দর, রমণীয় ও মধুর করে তোলে। মাদ্রাজে থাকাকালীন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এক সেবক একদিন অস্তগামী সূর্যের রঙের বিচিত্র সুন্দর প্রতিফলন আকাশের গায়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে মহারাজকে ডেকে সেটি দেখতে বলায়, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেন, এর অন্তরালে যে-রচয়িতা ভগবৎসত্তা রয়েছে, তিনি সুন্দর বলেই প্রকৃতি এমন সুন্দর হতে পেরেছে। সুতরাং সেই রচয়িতাকে স্মরণ করো ও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো।

তবে এই সত্তার 'সত্য'কে লাভ করতে হলে, অসত্যকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। অসত্য-আসক্তি-মুক্ত, স্বচ্ছ, শুদ্ধ অমলিন চিত্ত, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট সেই দিব্যসত্তার, ঈশ্বরসত্তার দর্শন লাভ করে ধন্য হবে; অনন্ত আনন্দের অধিকারী হবে। আর তখনই হবে অদ্বৈততত্ত্ব বা সত্যের মঙ্গলভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ, তখনই হবে পরমসুন্দরের স্পর্শলাভ। যা সত্য, তা-ই মঙ্গলময়, তা-ই সুন্দর। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি চিরসুন্দর—সুন্দরতম, অনন্যসুন্দর।